Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-III, April 2024, Page No.70-77
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার লোকচিত্রকলার বর্তমান অবস্থা ও পরিবর্তনের ধারা

শিপ্রা ঘোষ
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ,(ইউ.আর.এস) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সুজয়কুমার মণ্ডল
গবেষক , লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Folk arts and crafts are the heart of the rich cultural heritage of India. The folk art is very closely associated with the way of life of the common people. The folk art of Bengal is full of aesthetic charm and traditional values. The folk paintings are one of the major genres of folk art which includes wall painting, Chalachitra, Dashabtaar Taas, Patchitra, Sara Painting, Alpana, etc. With the impact of globalization and rapid modernization we can see change in almost every aspect of human life. Looking into the present scenario of folk paintings of Bengal we can witness that a drastic transformation is taking place in the area of folk painting. The present research paper is an attempt to explore and highlight the present situation of folk art in West Bengal. It also explores reasons behind this transformation and also to find out in which areas of folk painting these changes are occurring.

Keywords: Folk Painting, Folk Art, Transformation, Tradition, Folk Genres.

ভূমিকা: লোকশিল্পের অন্যান্য ধারার মতো লোকচিত্রকলাও মানুষের জীবনধারার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে ও দেবদেবীর উদ্দেশ্যে শিল্পবস্তুর উৎপত্তি। তবে প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করে শিল্প নান্দনিক ভাবনায় বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। শুধু বাংলা নয় পৃথিবীর সব দেশেই লোকশিল্প সৃজনশীলতার নিরিখে নান্দনিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। নান্দনিকতার বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল নান্দনিক পরিবেশ তবে বিভিন্ন জেলায় লোকশিল্পীদের অবস্থা ও পরিবেশ দেখলে বোঝা যায় এ মন্তব্য সঠিক নয়। লোকশিল্পীরা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও লোকশিল্প দ্রব্য গড়ে তোলে। তবে অধিকাংশ দেশেই তাদের পরিবেশ অনুকূল না হলেও আমাদের দেশের লোকশিল্পীদের মতো অবস্থা কোথাও নেই। লোকশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য হল এটি বংশানুক্রমিক। বংশানুক্রমে বিষয়বস্তু নির্বাচন, আকার, প্রতীক, রং প্রভৃতি ঐতিহ্য লোকশিল্পীরা বহন করে চলে। অধিকাংশ লোকশিল্প আঙ্গিকই পারিবারিক ও যৌথশিল্প। লোকচিত্রকলা লোকশিল্পের অন্যতম ধারা যা সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। আদিবাসিদের আঁকা দেওয়ালচিত্রও রয়েছে এই লোকশিল্পের মধ্যে। দেওয়ালচিত্র থেকে শুরু করে চালচিত্রের প্রতিমা, দশাবতার তাস, পটচিত্র, সরাচিত্র ও নারীদের স্বতন্ত্র সৃষ্টি আলপনা মুগ্ধ চোখে দেখতে হয় এবং শিল্প প্রেমিকদের নজর কাড়ে। তার কারণ হল এই সমস্ত লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের অনন্য দিক হল নান্দনিক

প্রেক্ষিত। এই সৃষ্টিশীলতা এমনই অভিনব যে বহুশিল্পীকে প্রভাবিত করেছে। যেমন- আফ্রিকার আদিবাসীদের কাঠের মুখোশের শিল্পকর্মে মুগ্ধ হয়েছিলেন পাবলো পিকাসো। তারপর তিনি অনেক শিল্পকর্ম করেছেন। আবার বাংলার পটুয়াদের পটচিত্রের প্রভাবে যামিনী রায়ের শিল্প ভাবনায় দেখা যায়। লোকচিত্রকলার মধ্য দিয়ে যে নান্দনিকতার পরিচয় পায়। যে সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে দিয়ে নান্দনিকতার বিকাশ ঘটে তাদের মধ্যে থাকে দার্শনিক ভাবনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়-

> "The social science, especially anthropology, sociology and cultural history, have provided another framework for aesthetics theory in their accounts of the various culture patterns which man has developed in successive periods in different part of the each, Art is shown as profoundly influenced by these and as expressing aspects of them in its varied form, but also as affecting them in return, especially in advanced civilization."[১]

লোকচিত্রকলার ঐতিহ্যময় আঙ্গিকগুলির মধ্য দিয়ে শিল্পীমনের ভাবনার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল মননের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিটি আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত থাকে লোকসমাজের বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষ। যেমন সরাচিত্র, চালচিত্র-কুম্ভকার সম্প্রদায়, পটচিত্র-পটুয়া সম্প্রদায় এবং দশাবতার তাসের সঙ্গে ফৌজদাররা যুক্ত। বংশ পরম্পরায় তারা লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের সাথে যুক্ত এবং যৌথভাবে পরিবারের সকলে কাজ করে। ছোট থেকে বড়ো সকলেই শিল্প আঙ্গিকের সাথে যুক্ত। তবে বর্তমানে লোকশিল্পের অধিকাংশের মুমূর্ষ অবস্থা। তেমনি লোকচিত্রকলার বিভিন্ন ধারার অনেকগুলিই প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে অথবা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজে প্রবহমান। অনেক কারণই এর জন্য দায়ী । যেমন:

ক. লোকশিল্পীদের বংশানুক্রমে চলে আসা শিল্পের প্রতি পরবর্তী প্রজন্মের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। বর্তমান প্রজন্ম পূর্বপুরুষদের মত নিরক্ষর নয়। তারা পড়াশোনা করে সরকারী ও বেসরকারী চাকরীর প্রতি আগ্রহী হচ্ছে।

খ. লোকচিত্রকলা কোন কোন শিল্পীদের ক্ষেত্রে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে সীমিত পরিমাণ আয় বা লাভ হয় তা দিয়ে সংসার নির্বাহ করা সম্ভব হয় না তাই তারা অন্য পেশায় যোগদান করছে।

গ. প্রচারের ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু লোকচিত্রকলার কোন বিজ্ঞাপন হয় না শিল্পগুণগত মান থাকা সত্ত্বেও সেভাবে বিক্রি হয় না।

ঘ. লোকশিল্পের অনুকরণে বিকল্প উপাদেনের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হচ্ছে শিল্পদ্রব্য। যেগুলি বাজারে বেশী পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। ফলে লোকশিল্পের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে। যেমন: পূর্বে শিল্পীরা চালচিত্র অঙ্কন করতেন কিন্তু এখন মুদ্রিত চালচিত্র বাজারে সহজলভ্য হওয়ায় চালচিত্র অঙ্কনের প্রচলন কমে গেছে।

ঙ. লোকচিত্রকলা অঙ্কন সময়সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের কাজ। যেমন:দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। প্রথমে ধাপে ধাপে দেওয়াল প্রস্তুত করতে হয় এবং তারপর ছবি আঁকা হয়। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এখন আর দেওয়ালচিত্র আঁকছে না বা আঁকলেও কম পরিমাণে করছে।

চ. যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যময় লোকশিল্পের চাহিদা থাকলেও পরিবর্তিত রুচির চাহিদা মেটাতে শিল্পীরা সব সময় সক্ষম নয় ফলে চাহিদা কমে যাচ্ছে।

ছ. শিল্পীরা খুব সহজে ব্যাঙ্ক ঋণ পায় না। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সুদসহ পুনরায় অর্থ পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী না তাই ঋণ দিতে রাজি হয় না। এছাড়া নিরক্ষর শিল্পী সম্প্রদায় ব্যাঙ্ক ঋণ নেওয়ার জটিল প্রক্রিয়ার কারণে সঠিকভাবে আবেদন করতে পারে না।

জ. ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি মানুষের পূর্বের তুলনায় শ্রদ্ধার অভাব ও লোকচিত্রকলা চাহিদা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

ঝ. প্রাকৃতিক প্রভাবও লোকচিত্রকলা অবলুপ্তির অন্যতম কারণ। যেমন- দেওয়ালচিত্র বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যায় এবং দেওয়াল ধ্বসে পড়ে। এত সময় দিয়ে ও পরিশ্রম করে অঙ্কন করার পর যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী হয় না তাই দেওয়ালচিত্র অঙ্কনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

ঞ. লোকচিত্রকলা পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার বাজার সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। বিক্রি করার বাজারের অভাবেও আঙ্গিকগুলির অঙ্কনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

ট. লোকচিত্রকলার আঙ্গিকগুলির মূল্যও অনেক বেশী। সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব নয়। বিদেশ ও রাজ্যের বাইরে বিক্রি বেশী হয়। সুতরাং যখন বিদেশী পর্যটক আসে তখনই বিক্রী হয়। ফলে খুব বেশি অঙ্কনের প্রচলন নেই। যেমন: দশাবতার তাস, পটচিত্র ইত্যাদি।

পরিবর্তনের ধারা: বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের মধ্য দিয়েও লোকচিত্রকলা শিল্পীরা শিল্প আঙ্গিকগুলি টিকিয়ে রেখেছেন। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য শিল্পীরা সমস্যার মধ্য দিয়ে ও চিত্রকলা আঙ্গিকগুলি ধরে রেখেছেন। তবে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, ক্রেতার চাহিদাপুরণ, পরিশ্রম ও সময়ের স্বল্পব্যায়ের জন্য শিল্পীরা বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের আঙ্গিকগুলি টিকিয়ে রাখছেন। লোকচিত্রকলা আঙ্গিকে যে যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে সেগুলি হল: বিষয়বস্তু, মোটিফ, চিত্রপট (ক্যানভাস), রং, অঙ্কন কৌশল প্রভৃতি। নিম্নে বিষয়গুলি বিশদে আলোচনা করা হল-

বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন: বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন লোকচিত্রকলার বিভিন্ন আঙ্গিকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। যেমন পটচিত্রের ক্ষেত্রে পূর্বে দেখা যেত পৌরাণিক কাহিনি, রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি, পটুয়ারা আঁকতেন এবং গান লিখতেন। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত বিষয়ভিত্তিক পটচিত্র তেমনভাবে আঁকা হয় না। এখন তার পরিপ্রেক্ষিতে সমসামায়িক ঘটনা, বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র, কোন প্রাণীর চিত্র আঁকা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় পটুয়াদের করোনার জন্য সাবধানতার চিত্র আঁকতে দেখা যায়। দেবদেবীর মধ্যে লক্ষী, কালী, সরস্বতী, গণেশ চিত্র আঁকেন। এগুলি মানুষ ওয়ালহ্যাঙ্গিং হিসাবেও ব্যবহার করেন। তাই এগুলির চাহিদা রয়েছে। আবার সরাচিত্রের ক্ষেত্রেও মূলত লক্ষীর চিত্র আগে আঁকতে দেখা যেত। কিন্তু এখন লক্ষীর চিত্র ছাড়াও অন্যান্য দেব দেবী ও পশু-পাখি আঁকা সরাচিত্র দেখতে পাওয়া যায় (চিত্র নং-১)। 'গণকা সরায়' দেবী দূর্গার চিত্র আঁকা থাকে। দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে পূর্বে দেখা যেত জঙ্গলের কাহিনি, যুদ্ধ চিত্রা আঁকা হত। কিন্তু এখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় তাদের আঁকা চিত্রের ক্ষেত্রেও বিষয়বস্তুগত পরিবর্তন এসেছে। প্রানী, উদ্ভিদ, ফুল, লতা-পাতা চিত্র অঙ্কন করতে দেখা যায়। চালচিত্রের ক্ষেত্রেও বিষয়গত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে দুর্গা চালি ছাড়াও অন্যান্য দেবী চালিতে যেমন- কালী, সরস্বতী দেবীর চালিতে প্রাসঙ্গিক চালচিত্রের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

চিত্রপটগত (ক্যানভাস) পরিবর্তন: লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চিত্রপট বা ক্যানভাস। মিনিয়েচারের ক্ষেত্রে চিত্রপট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। দেওয়াল চিত্রকলার ক্যানভাসের পরিবর্তন ঘটেনি। দশাবতার তাস ও পটচিত্রের পূর্বে পুরোনো কাপড়ে ছবি আঁকা হত কিন্তু এখন কাপড়ের পরিবর্তে বড় ব্রাউন পেপার, আর্ট পেপারের ব্যবহার দেখা যায়। এতে খরচের পরিমাণ ও কমে যায়। এছাড়া পটচিত্র আর পটে সীমিত নেই এখন বিভিন্ন পণ্যবস্তুতে আঁকা হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসে পটচিত্র অঙ্কনের চল দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের শিল্পীদের মতে পটের থেকে এই সমস্ত পণ্যবস্তুর বিক্রী বেশী হয়। যে সব পণ্য বস্তু তে পটচিত্র অঙ্কন করা হয় সেগুলি হল- শাড়ি, কুর্তি, ওড়না, কাপ, ট্রে,প্লেট, অ্যাস ট্রে, লণ্ঠণ, থালা ছাতা, কফি কাপ, কেটলি ছোট বড়ো ফুলদানি, পেপার ওয়েট, পাখা, মাস্ক, পেনদানি, প্রভৃতি (চিত্র নং-২)। পটুয়া শিল্পীরাই চিত্রগুলি অঙ্কন করছেন এবং প্রশিক্ষণের সময় পরবর্তী প্রজন্মকে শেখাচ্ছেন। এই সমস্ত দ্রব্যগুলির মূল্য ঐতিহ্যবাহী জড়ানো পট ও চৌকো পটের তুলনায় মূল্য অনেক কম তাই সাধারণ মানুষ দ্রব্যগুলি বেশী কিনে আনছেন। কেউ হয়ত কিনছেন সংস্কৃতিকে ভালোবেসে কেউবা ঘর সাজানোর উদ্দ্যেশ্যে। সুতরাং ক্যানভাস পরিবর্তনের ফলে পটুয়া শিল্পীদের উপার্জন বাড়ছে এবং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ছে।

চিত্র নং-১ সরাচিত্রে হাতির মোটিফ

চিত্র নং-২ বিভিন্ন পণ্যবস্তুতে পটচিত্রের ব্যবহার

রঙের পরিবর্তন: লোকচিত্রকলার অপর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল রং। রঙের ব্যবহারেই চিত্রকলার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। অতীতে শিল্পীরা প্রাকৃতিক রঙের ব্যবহার করতেন। কিন্তু যে সমস্ত জিনিস থেকে রঙ প্রস্তুত করা হয় সেগুলি বর্ষাকালেই বেশী জন্মায় এবং শিল্পীরা বর্ষাকালেই সেই রং প্রস্তুতের কাজ করে থাকে। তাছাড়া শিল্পীদের মতানুযায়ী রং কিছুদিন রেখে ব্যবহার করলে উজ্জ্বলতা বাড়ে। রং তৈরি করে রাখার ফলে পরবর্তীতে অনেক সময় রঙের অভাব পড়ে এবং রঙ তৈরি করা পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ। তাই শিল্পীরা বাজার থেকে রঙ কিনে ব্যবহার করেন। সরাচিত্র, চালচিত্রতে বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করেন এবং পটুয়ারা পণ্যদ্রব্য অঙ্কনের সময় ফেব্রিক রং, গ্লাস কালার ব্যবহার করে থাকেন, তবে কেনা রং ব্যবহার করা হলেও ঐত্যহ্যানুযায়ী শিল্পীরা প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি রঙের ব্যবহারও করেন। দেওয়ালচিত্র, পটুয়ারা ঐতিহ্যানুযায়ী পট অঙ্কনের সময় প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করেন।

অঙ্কন কৌশল পরিবর্তন: কোন কোন আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অঙ্কন পদ্ধতিরও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যেমন আলপনা পূর্বে আতপচালের গুঁড়ো দিয়ে পিটুলী তৈরি করে ন্যাকরা দিয়ে আঙ্গুলের সাহায্যে আলপনা দেওয়া হতো। কিন্তু বর্তমানে ফুলখড়ির ব্যবহার করা হয়। এছাড়া আলপনার অভিনবত্ব আনার জন্য বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো, বাজার থেকে তুলি কিনে ব্যবহার করা হয়। তবে উত্তরবঙ্গে এখনো শুকনো চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। চাল ভিজিয়ে গুঁড়ো করে পিটুলি বানানো যেহেতু পরিশ্রমসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ, তাই কেনা গুঁড়ো রঙের ব্যবহার অধিক লক্ষ্য করা যায়। দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে ফ্রেস্‌কো পদ্ধতিতে আঁকা দেওয়ালচিত্র অধিক দেখা যাচ্ছে। রঙের সাহায্যে আঁকা দেওয়ালচিত্র বেশী দেখা যাচ্ছে। রিলিফের কাজ অধিক পরিশ্রম সাধ্য বলে কম লক্ষ্য করা যায়।

নক্‌শা ও মোটিফের পরিবর্তন: নক্‌শা ও মোটিফ লোকচিত্রকলার অন্যতম দিক। রং, তুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নক্‌শা ও মোটিফের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। নক্‌শা ও মোটিফের মধ্য দিয়ে শিল্পী মনের কামনা-বাসনার যেমন প্রকাশ ঘটে তেমন প্রকাশ ঘটে রুচি, সৃজনশীলতা, দক্ষতার। আধুনিকতার ছোঁয়ায় ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষা প্রসার ঘটার ফলেও নক্‌শা ও মোটিফের পরিবর্তন ঘটছে। বর্তমানে শিল্পীরা অভিনবত্ব আনার জন্য নক্‌শায় কাঁচের ব্যবহার করছেন (চিত্র নং-৩)। লোকচিত্রকলার প্রায় সব আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নক্‌শা ও মোটিফের পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে। দেওয়ালচিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখন তারা জ্যামিতিক নক্‌শাকেন্দ্রিক মোটিফ, কার্টুন চরিত্র, বস্তুগত মোটিফ আঁকছে। পূর্বে দেখা যেত পশুপাখি, কাহিনি, লতা-পাতা নক্‌শা বেশী আঁকা হত। তবে এগুলো আঁকা হয় না তা নয়। জ্যামিতিক নক্‌শা ও বস্তুগত নক্‌শা সারা দেওয়াল জুড়ে অনেক রং ব্যবহার করে আঁকা হচ্ছে যা দেখতে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং প্রত্যেকের নজড় কাড়ে। সরা চিত্রের মোটিফের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা দেব-দেবী ছাড়াও পশু-পাখি, অন্যান্য মূর্তি ছবি আঁকছে। প্রথমে সরাচিত্রে যেহেতু লক্ষী দেবীর চিত্র আঁকা হত তাই একে লক্ষী সরাই বলা হয়। পরবর্তীতে লক্ষী ছাড়াও অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্র আঁকতে দেখা যায়। বর্তমানে দেব-দেবী ছাড়া অন্যান্য মোটিফের চিত্র আঁকা হচ্ছে। দশাবতার তাস, চালচিত্রের ক্ষেত্রে যেহেতু নির্দিষ্ট বিষয় কেন্দ্র করে আঁকা হয় তাই মোটিফের পরিবর্তন হয় নি। আলপনা পূর্বে ব্রত-পার্বণ উপলক্ষেই অঙ্কন করা হত। তাই বিভিন্ন ব্রত ও পুজো উপলক্ষে নির্দিষ্ট মোটিফকেন্দ্রিক আলপনা দেওয়া হয়। তবে এখন আলপনা দেওয়ার প্রেক্ষাপট বদলে যাচ্ছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ সজ্জার জন্য বা মণ্ডপ সজ্জার জন্য আলপনা দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে গতানুগতিক মোটিফ ব্যবহার না করে সাদৃশ্যমূলক নক্‌শা অঙ্কন করা হচ্ছে।

আকারগত পরিবর্তন: লোকচিত্রকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেশীয় পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করা। বংশপরম্পরায় তারা পিতা বা শিক্ষাগুরুর কাছে থেকে শিখে নেয় কাজে সাহায্য করার মাধ্যমে। যুগ যুগ ধরে আকার, মোটিফ, অঙ্কনগত পদ্ধতি শিল্পীসমাজের দ্বারা বাহিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে লোকচিত্রকলার আঙ্গিকগুলিতে রং, তুলি, মোটিফের পরিবর্তনের সঙ্গে আকারগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। যেমন দশাবতার তাস, চালচিত্র। পূর্বে গোলাকার দশাবতার তাস অঙ্কন করা হত কিন্তু বর্তমানে দশাবতার তাসের আকারগত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। যেমন- ডিম্বাকার, শঙ্খাকার, চৌকাকার দশাবতার তাস অঙ্কন করতে দেখা যাচ্ছে (চিত্র নং-৪)। শিল্পীদের মতে, পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী আকারের পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই দশাবতার তাসের বিক্রী সবথেকে বেশী বিদেশেই হয়। বর্তমানে চালচিত্র গোলাকার আকারে না এঁকে চৌকাকারে আঁকতে দেখা যাচ্ছে এবং তা বিভিন্ন উদ্দ্যেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন ওয়ালহ্যাঙ্গিং হিসাবে ঘর সাজানো, পুজো উপলক্ষে মণ্ডপ সাজানো প্রভৃতি (চিত্র নং-৫)।

এছাড়াও আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জাতিগত বৃত্তির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, আমদানি-রপ্তানী ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং উপাদান-উপকরণ জোগাড় করার উৎস স্থানগত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের উপাদান, অঙ্কনকৌশল ও মোটিফের পরিবর্তনের পিছনে যে কারণগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি বিশ্লেষণ করা যায়।

চিত্র-৩ দেওয়ালচিত্রে কাঁচের ব্যবহার

চিত্র-৪ শঙ্খাকার দশাবতার তাস

চিত্র-৫মণ্ডপ সজ্জায় চালচিত্রের ব্যবহার

লোকচিত্রকলা আঙ্গিকগুলির পরিবর্তনের কারণসমূহ:

পরিশ্রম হ্রাস করা: বর্তমানে শিল্পীরা আর আগের মতো পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ করে না। লোকচিত্রকলা অঙ্কন পদ্ধতি এবং কৃত্রিম উপায়ে রং প্রস্তুত করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। তাই শিল্পীরা বর্তমানে বাজার থেকে গুঁড়ো রং, ফেব্রিক রং, ক্যামিক্যাল রং কিনে ব্যবহার করছে। এর ফলে পরিশ্রম কমছে এবং সময়ও কম লাগছে। চালচিত্র, সরাচিত্র, পটচিত্র সবক্ষেত্রেই কেনা রং ব্যবহার করা হয়।

অর্থনৈতিক কারণ: লোকচিত্রকলার ঐতিহ্যগত পরিবর্তনের জন্য অর্থনৈতিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা দরিদ্র, নিরক্ষর এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। কোন কোন আঙ্গিক শিল্পীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ। কিন্তু পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের যথার্থ বাজার না থাকায় বিক্রি কম হয়। এর মাধ্যমে দৈনন্দিন খরচ বহন করা সম্ভব নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে শিল্পীরা মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যসামগ্রী তৈরী করছে যাতে বিক্রির পরিমাণ বাড়ে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাদের পরম্পরাগত শিল্পদ্রব্য তৈরী থেকে বেরিয়ে এসে অন্য পেশায় যুক্ত হচ্ছে। আবার কোন কোন শিল্পী শুধুমাত্র অবসর সময়ে অঙ্কনের কাজ করছে। এছাড়া বর্তমান প্রজন্ম আর্থিক কারণের জন্য তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসা পেশায় যুক্ত হতে চাইছে না। সুতরাং তারা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পণ্যদ্রব্য বাজারজাত চাহিদা অনুসারে লোকচিত্রকলা আঙ্গিক অঙ্কন করছে।

অস্তিত্বরক্ষা: শিল্পীদের লোকচিত্রকলার মধ্যে পরিবর্তন আনার একটি অন্যতম কারণ অস্তিত্বরক্ষা। যেহেতু লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের প্রচার তেমনভাবে নেই এবং সাধারণ মানুষ বেশী আগ্রহী নয় তাই লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের বিক্রয় কম। ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিকগুলিকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন পরিবর্তন করা হচ্ছে। যেমন সরাচিত্র লক্ষীপূজা উপলক্ষ্যে অঙ্কন করা হলেও এখন মানুষ ওয়ালহ্যাঙ্গিং হিসাবে ব্যবহার করছে। ঐতিহ্যবাহী পটচিত্রও এখন আর গ্রামে গ্রামে কাহিনি শোনানোর জন্য অঙ্কন করা হচ্ছে না সেগুলি ঘর সাজানোর কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই পরিবর্তনের মাধ্যমে যেহেতু আঙ্গিকগুলির চাহিদা বাড়ছে এবং

শিল্পী মুনাফা বাড়ছে। তাই তারা আঙ্গিকগুলির ঐতিহ্যানুযায়ী কৌশল পদ্ধতিতেই কিছু কিছু পরিবর্তন আনছে। ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী লোকচিত্রকলা আঙ্গিক টিকিয়ে রাখতে পারছে এবং জীবিকা নির্বাহ ও করতে পারছে।

নগরায়ণ ও আধুনিকীকরণ: বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং তারাও বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। এছাড়া নতুন প্রজন্ম শিক্ষিত হওয়ার ফলে তাদের রুচির ও পরিবর্তন ঘটছে। নগরায়ণ ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় লোকচিত্রকলার আঙ্গিকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। এখন আঙ্গিকগুলির শিল্পদ্রব্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। চিত্রাঙ্কন কৌশল, মোটিফ ও নকশা, রং, তুলির পরিবর্তনও আধুনিকতার কারণেই ঘটছে।

উপসংহার: বর্তমানে লোকচিত্রকলা আঙ্গিকের সঙ্গে সংযুক্ত শিল্পীদের জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পীদের আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক সম্মান, ক্ষমতায়ন বিষয়গুলির ওপর নজর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া শিল্পীদের রাজ্য, জেলা, জাতীয় স্তরে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এসবের ফলে শিল্পীদের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়ছে। লোকচিত্রকলার অনেক আঙ্গিক লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। মানুষের চাহিদার অভাব শিল্পীদের দারিদ্রতা এর অন্যতম কারণ। শিল্পীরা দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে অন্য পেশার সাথে যুক্ত হচ্ছে। তবে বর্তমানে শিল্পীদের সুবিধার্থে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে শিল্পীরা উৎসাহ পাচ্ছে। বর্তমান নগরায়ণ ও বিশ্বায়নের ফলে লোকচিত্রকলার রং, তুলি, ক্যানভাস মোটিফের পরিবর্তন ঘটছে। তবে শিল্পীরা তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সুতরাং একথা স্বীকার করতে হয় যে, বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও বা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও শিল্পীরা নিজেদের এবং লোকচিত্রকলা আঙ্গিকগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও আঙ্গিকগুলি স্বমহিমায় টিকে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

1) চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.),*লোকজশিল্প,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১১, পৃ: ৪৭২

তথ্যদাতা:

1) বাঁশরী ফৌজদার, শাখারীবাজার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
2) বিদ্যুৎ ফৌজদার, শাখারীবাজার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
3) মঞ্জু ফৌজদার, শাখারীবাজার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
4) শীতল ফৌজদার, শাখারীবাজার, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া
5) কৃষ্ণেন্দু শেঠ, O.I.C, যামিনী রায় ইন্সটিটিউশন অফ আর্ট এন্ড কালচার, বাঁকুড়া
6) রেবা পাল, ঘূর্ণী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ক্ষেত্রসমীক্ষা, ১৮/১০/২০১৮

7) সৈকত বিশ্বাস, আমিনবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২৬/০৯/২০১৭
8) স্বপন পাল, খাসবাটি, হালিসহর, উত্তর-চব্বিশ-পরগণা ক্ষেত্রসমীক্ষা: ২২/০৯/২০১৭
9) শ্যামল পাল, খাসবাটি, হালিসহর, উত্তর-চব্বিশ-পরগণা ক্ষেত্রসমীক্ষা: ১৩/১০/২০১৮
10) সুপ্রভ দাস, বোলপুর, বীরভূম
11) নূরদিন চিত্রকর, হবিচক, চন্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর
12) কল্পনা চিত্রকর,হবিচক, চন্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর

গ্রন্থপঞ্জী:

1) চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.),*বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ,* কলকাতা: অপর্না বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫, মুদ্রিত
2) চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পা.), *লোকজশিল্প,* কলকাতা: পারুল প্রকাশনী, ২০১১, মুদ্রিত
3) চক্রবর্তী, বিমলেন্দু, *লোকায়ত বাংলার চিত্রশিল্পী ও চিত্রকলা,* কলকাতা:স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স, ১৪০৩(বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত
4) চক্রবর্তী, সুধীর, *চালচিত্রের চিত্রলখা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, মুদ্রিত
5) চৌধুরী, দুলাল (সম্পা.), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ* (সম্পা.), কলকাতা: আকাদেমি অব ফোকলোর, ২০০৪, মুদ্রিত
6) দত্ত, শর্মিষ্ঠা, *দশাবতার তাস,* কলকাতা: প্রতিক্ষণ, ২০১২, মুদ্রিত
7) ভট্টাচার্য, অশোক, *বাংলার চিত্রকলা,* কলকাতা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪, মুদ্রিত
8) ভট্টাচার্য, অশোক, *পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র,* কলকাতা:লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, ২০০১, মুদ্রিত
9) মজুমদার, রবীন্দ্র, *বাংলার লোকশিল্প,* কলকাতা: রত্নসাগর গ্রন্থমালা, ১৩৬৩, মুদ্রিত
10) মণ্ডল, সুজয়কুমার, *লোকসংস্কৃতির ত্রিবলয়,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, মুদ্রিত
11) মিত্র, অশোক, *ভারতের চিত্রকলা,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৬৫, মুদ্রিত
12) মাজী, মধুসূদন, *পুরুলিয়ার পটশিল্প ও পটের গান,* বীরভূম: রাঢ় প্রকাশন, ১৪২৪(বঙ্গাব্দ), মুদ্রিত।
13) সাঁতরা, তারাপদ, *পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ,* কলকাতা: লোকসংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০০, মুদ্রিত
14) সাঁতরা, তারাপদ, *বাঙ্গালীর সংস্কৃতিচিন্তাঃ বাংলার সংগ্রহশালা,* হাওড়া, আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, ২০০২